Vol. 28 | No. 3 | 1985

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পথের পাঁচালী-অপরাজিত : প্রসঙ্গ গঠনশৈলী

Volume	28
Issue	3
Year	1985
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Syed Akram Hossain
Published online	June 1, 1985
DOI	10.62328/sp.v28i3.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v28i3.3
Pages	81-92
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

পথের পাঁচালী-অপরাজিত : প্রসঙ্গ গঠনশৈলী

সৈয়দ আকরম হোসেন

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী-অপরাজিত' উপন্যাসের শিল্প-সিদ্ধি অধিকাংশ বাঙালি সমালোচকের প্রাক্-পরিগৃহীত অভিপ্রায় দ্বারা অবিশ্বাস্য রকম আক্রান্ত। অনেকের অভিমত 'পথের পাঁচালী-অপরাজিত'—ঔপন্যাসিকের বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতাপ্রসূত; অপু উদ্ভিদ-প্রতিম, নির্দ্বন্দ্ব; ঘটনাংশ কূর্ম-শীতল, বিবর্ণ এবং তা জৈবসত্তায় সমগ্র নয়। তাঁদের সিদ্ধান্ত : উপন্যাসে ঘটনার শৈল্পিক নির্বাচন নেই; উপরন্তু কাহিনী দীর্ঘফেনিল ও বিরক্তিকর অনুসৃতিতে বিব্রত।[১] ভিক্টোরীয় উপন্যাস-বিবেচনারীতির সূক্ষ্ম সূত্রগুচ্ছ প্রয়োগ ক'রে নীহাররঞ্জন রায় উপর্যুক্ত অভিমতসমূহের এক-ধরনের সত্যস্পর্শী প্রত্যুত্তর দিয়েছেন। Gustav Vigeland-এর Tree of Life শীর্ষক ভাস্কর্যের সঙ্গে 'পথের পাঁচালী-অপরাজিত'-এর তুলনাসূত্রে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন:

> Tree of Life-এর পরিকল্পনা, অপুর জীবনের মতই একটা পরিকল্পনা, একটা জীবনকে সমগ্রভাবে দেখবার চেষ্টা, একটা epic of sculpture—অপুর Tree of Life আমাদের চোখের সামনে বেড়ে উঠলো। বিভূতিবাবু যে এত বড় করে, এত বিরাট করে এমন সমগ্র-ভাবে একটা জীবনকে সৃষ্টি করতে পারলেন, এইজন্যেই বিভূতিবাবু অভিনন্দনের যোগ্য।[২]

Dr. Edward Thomson[৩]-এর উক্তিও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়:

> ...the world outside should know that there had appeared such a book as *Pather Panchali* during the year.... Finally he suggested creation of such a thing as Nobel Prize to be awarded to the best imaginative writer of the year which

would attract the attention of the world to the outstanding figures in Indian Literature.

সাহিত্যবিবেচনায় স্বাধিকারপ্রমত্ত উক্তি, উদ্দেশ্যচালিত মন্তব্য, অসতর্ক অভিমত, অসূয়াতাড়িত সিদ্ধান্ত, আত্মমুগ্ধ প্রশংসা—সবই শ্লথকথন, দোষাবহ, এবং তা সাময়িক মাত্র। স্মরণ রাখা কর্তব্য সাহিত্য 'জড়পদার্থের বর্ণযোজনা' নয়, 'প্রাণপদার্থের বর্ণ-উদ্ভাবনা'। উদ্দেশ্য-মিশ্রিত প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস নয়, পর্যবেক্ষণশক্তি, ধারণাশক্তি ও বিচারশক্তি-দ্বারা সৃষ্টিকর্মের উপরিবর্তী-তলবর্তী উপায়বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যসমূহের উদ্‌ঘাটন ও মূল্যায়নই সৎ-সমালোচকের শৈল্পিক দায়িত্ব। অন্যথা তিনি সমালোচক নন, অনুভবব্রতীর ছদ্মপ্রচ্ছদে সাহিত্যনিন্দুক ।

২

'পথের পাঁচালী-অপরাজিত' উপন্যাসের নিন্দাজর্জরিত কোন প্রসঙ্গের প্রতিবাদ কিংবা প্রশংসাস্নিগ্ধ কোন শিল্পগুণের পুনরাবৃত্তি এ-প্রবন্ধের বিষয় নয়। কতিপয় অমীমাংসিত জিজ্ঞাসা এবং অনুন্মোচিত স্তর সম্পর্কে আমার উপলব্ধির ব্যাখ্যা-প্রতিবাদন উপস্থাপন করা, এ-রচনার উদ্দেশ্য। আমার অভিপ্রায়ের পরিসরে প্রবেশের প্রয়োজনে দু'জন শ্রদ্ধা-ভাজন সমালোচকের মন্তব্য-উল্লেখ অনিবার্য:

ক. আমার কেমন যেন বিশ্বাস 'বল্লালী বালাই' ও 'অক্রূর সংবাদ' পথের পাঁচালীর অনিবার্য অংশ নয়। অপুর জন্মের সঙ্গে যে কাহিনীর সূত্রপাত, নিশ্চিন্দিপুর গ্রামত্যাগে তার স্বাভাবিক পরি-সমাপ্তি। এ কাহিনীর স্বভাবতই আদি-অন্ত নেই। তাই ঐ আদি ও অন্তটুকু অর্থাৎ 'বল্লালী বালাই' ও 'অক্রূর সংবাদ' ছেঁটে দিলে পথের পাঁচালীর রসহানি হয় এমন মনে হয় না।[৪]

খ. 'বল্লালী-বালাই'-র শাখাপথ, মূলপথ থেকে অনেক দূর বেঁকে গিয়েছে এবং পুনর্বার বাঁক ঘুরে মূলপথের সঙ্গে যুক্ত হয়নি।··· এতেই মনে হয়, পথের পাঁচালীর পালা-ভাগ, খণ্ড-ভাগ কোনো

নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে হয়নি।...'অপরাজিত'-তে লেখক অপুকে সৃষ্টি করেননি, তিনি তার জীবন-কাহিনীর বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণে যে কৌশলই থাক, তা সৃষ্টি নয়।[৫]

উদ্ধৃতি দ্বয়ের বক্তব্য 'পথের পাঁচালী-অপরাজিত' উপন্যাসের গঠনশৈলী এবং অপু-চরিত্র কেন্দ্রিক। উভয় অভিমতই অতি সরল এবং উপন্যাসের আভ্যন্তর সাক্ষ্য-বর্জিত কল্পনাতরল এবং তা একই ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে বিজড়িত, প্রায় একই অভিরুচি ও শিল্পভাবনার মনঃসম্পাত। এ-প্রসঙ্গে সৃষ্টিক্রিয়ার মৌলসূত্রের উল্লেখ সবিশেষ বাঞ্ছনীয়। বহির্বস্তুজগৎ এবং স্রষ্টার অনুভবসংবেদন মন—এ দুয়ের জটিল বাস্তবতা একাত্ম হয়ে প্রকাশ ঘটায় রূপের। জটিল বাস্তবতার কেন্দ্রবিন্দু এবং মৌল-মাত্রা হলো স্রষ্টার সামগ্রিক চৈতন্য, তার বিকাশচঞ্চল এক অভীপ্সা। এ অভীপ্সা হলো জীবনবিষয়ক জাগরচৈতন্যের সক্রিয়তা—এ থেকেই জন্ম নেয় সমাজ ও সময়বোধ, জীবনার্থ, মানবীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুভূতিময় দর্শন। শিল্পতত্ত্বে এ-সত্য আজ অবিতর্কিত যে মানবসভ্যতার স্মৃতিগর্ভে প্রোথিত, বোধ ও বস্তুলোকে সঞ্চরণশীল ঐ অভীপ্সা থেকেই প্রকাশ পায় রূপ, সংগৃহীত হয় মোটিফ, ব্যঞ্জনা লাভ করে সুর ও প্রতীক, সীমাহীনতায় পৌঁছে যায় অনুভূতিগ্রাহ্য জীবনার্থ। উপর্যুক্ত শিল্পসূত্র ও সৃষ্টিজ্ঞান উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক উভয় সম্পর্কেই সমভাবে প্রযোজ্য।

৩

'পথের পাঁচালী-অপরাজিত' উপন্যাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামগ্রিক চৈতন্যের সেই জাগর আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ কি? প্রশ্নোত্তর দুরূহ নয়। প্রবহমান সময়সমষ্টি-পরিস্রুত এক বিস্ময়কর মানবীয় পরিস্থিতিতে অপু নামক এক ব্যক্তি-অস্তিত্বের আত্ম-আবিষ্কার। পরিবর্তমানের অভিজ্ঞানে মনঃপদার্থের মধ্যে একটা নিত্যসত্তা আবিষ্কার, জীবনের অন্তরস্থিত স্থির ধ্রুবসত্তা সম্পর্কে সমগ্র সজাগতা—অপুর অস্তিত্ব-অভিপ্রায়ের পরিণাম। অপুর বিকশিত অনুভবে ও স্বগত উচ্চারণে কিংবা

দুঃসহ উৎকণ্ঠা-তাড়িত স্বীকারোক্তিতে ঔপন্যাসিকের সামগ্রিক চৈতন্যের আকাঙক্ষা লাভ করেছে সঞ্চারণক্ষম ও পরিশীলিত স্থির এক শিল্পশান্তি :

ক. আর দিনে দিনে এ কি গহন গভীর রহস্য তাহাকে মুগ্ধ করিয়া প্রতি বিষয়ে অতি তীব্রভাবে সচেতন করিয়া দিতেছে? ··· সে দেখিতে পায় তার ইতিহাস, তার এই মনের আনন্দের প্রগতির ইতিহাস, তার ক্রমবর্দ্ধমান চেতনার ইতিহাস। (দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ : অপরাজিত)

খ. সে বুঝিতে পারে শুধু প্রসারতার দিকে নয়—যদিও তা বিপুল ও অপরিমেয়—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চেতনা-স্তরের আর একটা Dimension যেন তার মন খুঁজিয়া পায়। ···সে জন্ম-জন্মান্তরের পথিক আত্মা ··· শত, সহস্র শতাব্দী তার পায়ে-চলার পথ ··· তার ও সকলের মৃত্যুদ্বারা অস্পৃষ্ট সে বিরাট জীবনটা নিউটনের মহাসমুদ্রের মত সকলেরই পুরোভাগে অক্ষুণ্ণভাবে বর্তমান—নিঃসীম সময় বাহিয়া সে গতি সারা মানবের যুগে যুগে বাধাহীন হউক। (ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ : অপরাজিত)

কালচালিত বহির্জগৎ ও সময়স্পৃষ্ট অন্তর্জগৎ অর্থাৎ 'Vastness of Space and Passing Time' এবং inner world-এর পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণে 'বল্লালী-বালাই' অংশ, অপুর ক্রমবিকাশের কারণে, প্রকাশ-প্রকরণ হিসেবে উপন্যাসের সমগ্রসূত্রে গ্রথিত। ধাবমান সময় রূপান্তরিত করে চলেছে নিশ্চিন্দিপুরকে, নিশ্চিন্দিপুরের নিসর্গলোককে, মানবসমাজকে। ইন্দির ঠাকরুণ-তো চলমান অমোঘ কালের নখরে বিক্ষতজীর্ণ, নিঃসঙ্গ পরিস্থিতির অপসৃয়মান প্রতিনিধি। সময়ের এই হিংস্র-মধুর প্রবহমান স্থান-কালের মাঝে বিভূতিভূষণ অতি সতর্কভাবে বিন্যাস করেছেন তাঁর অপুকে। 'বল্লালী-বালাই' অংশের ছয়টি পরিচ্ছেদের অধিকাংশ ঘটনা, পুরাবৃত্ত, বর্ণনা, চিত্রকল্প কুণ্ডলীভূত কালশাসিত নয়, বিসর্পিল সময়চালিত। যে-মহাকালপ্রবাহ নিঃশেষ করেছে বীরু রায়ের দম্ভ, ব্রজ চক্রবর্তীর ঐশ্বর্য এবং ব্রজকাকার ছেলে নিবারণের অস্তিত্ব। এমন-কি সময়ের নখরচিহ্ন বহন করেছে নিশ্চিন্দিপুরের নিসর্গ।

এ-প্রসঙ্গে 'বল্লালী-বালাই' খণ্ডে, ঔপন্যাসিকের বর্ণনার উপাদান ও উপকরণ এবং তাঁর অন্তর্লীন মনস্তাত্ত্বিক অভিপ্রায় লক্ষণীয়:

> তাহার পর অনেক দিন হইয়া গিয়াছে। শাঁখারীপুকুরে নাল ফুলের বংশের পর বংশ কত আসিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে। চক্রবর্তীদের ফাঁকা মাঠে সীতানাথ মুখুয্যে নতুন কলমের বাগান বসাইল এবং সে সব গাছ আবার বুড়া হইতেও চলিল—কত ভিটায় নতুন গৃহস্থ বসিল, কত জনশূন্য হইয়া গেল, কত গোলোক চক্রবর্তী, ব্রজ চক্রবর্তী মরিয়া হাজিয়া গেল, ইছামতীর চলোর্ম্মি-চঞ্চল স্বচ্ছ জলধারা অনন্ত কাল-প্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কুটার মত, ঢেউয়ের ফেনার মত, গ্রামের নীলকুঠির কত জন্‌সন টম্‌সন সাহেব, কত মজুমদারকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল! (প্রথম পরিচ্ছেদ: পথের পাঁচালী)

ধাবমান কালবিষয়ক একই শৈল্পিক মোটিফ ও টোনের সামগ্রিক প্রয়োজনে 'আম আঁটির ভেঁপু' অংশ উন্মোচিত হয়েছে শীতের এক অপরাহ্নে—চলতি পথে, অপু-হরিহরের চলমান ক্রেমে। ফলে 'পথের পাঁচালী'র নামার্থ পেয়েছে প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত, রূপকতত্ত্ব হয়েছে স্পষ্ট। ঔপন্যাসিকের সময়-জিজ্ঞাসা ও শৈল্পিক লক্ষ্য এবং এর তরঙ্গ ও বেগ প্রতীকী অনুভব-অনুষঙ্গে স্ফটিকসংহত হয়েছে নিম্ন উদ্ধৃতিতে:

> নদীর ধারের অনেকটা জুড়িয়া সেকালের কুঠিটা যেখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় হিংস্র জন্তুর কঙ্কালের মত পড়িয়াছিল, গতিশীল কালের প্রতীক নির্জ্জন শীতের অপরাহ্ন তাহার উপর অল্পে অল্পে তাহার ধূসর উত্তরচ্ছদবিশিষ্ট আস্তরণ বিস্তার করিল। (সপ্তম পরিচ্ছেদ: পথের পাঁচালী)

এতদ্ব্যতীত অপু-চরিত্রের অন্তর্শক্তির নির্যাসউৎস হিসেবে, তার মনোভূমির স্তরবহল পটভূমিকা রূপে 'বল্লালী-বালাই' অংশ এ-উপন্যাসে পরিণামসঞ্চারী। বীরু রায়ের স্বেচ্ছাচারের ইতিকথা, হরিহর রায়ের বোহেমীয় ইতিহাস—তাদের শোণিতপ্রবাহ উপাদান হিসেবে সক্রিয়

থেকেছে হয়ে-ওঠা অপুর সংসার-কেন্দ্রাতিগ চরিত্র-সৃষ্টিতে। পক্ষান্তরে রামচাঁদের পাণ্ডিত্য, বাবা হরিহর রায়ের সাহিত্যপ্রীতি এবং ঐতিহ্যিক প্রেরণা সময়-প্রবাহে অপুর শিল্পী-সত্তায় এবং জ্যোতির্ময় চেতনান্তরে উত্তীর্ণ হতে পালন করেছে এক প্রগাঢ় ভূমিকা। গতিশীল সময়ের কালো জলে নিমজ্জিত পারিবারিক ঐশ্বর্যস্মৃতি, অপুকে বিরুদ্ধ এবং অবরুদ্ধ সমকালে, বারংবার পেঁৗছে দিয়েছে এক ধরনের আভিজাত্যমুগ্ধতায়। এবং এও গভীরতর সত্য, অপুর আভিজাত্যমুগ্ধতা যখন সমাজ ও সময়ের রূঢ়তায় হয়েছে বিপন্ন-বিচূর্ণিত, তখনই তার চরিত্রে সঞ্চারিত হয়েছে কেন্দ্রানুগ প্রবণতা, নৈঃসঙ্গ্য এবং নির্জনতা; প্রকৃতি-অনুরাগ ও নিসর্গজ্ঞান যার শুশ্রূষা। অপুর হয়ে-ওঠার, জানবার অবিরাম বেদনা, সহস্র রক্তক্ষরণ-মুহূর্তের উৎসভূমি হিসেবে কালতাড়িত নিশ্চিন্দিপুরের প্রয়োজন ছিল পরিপ্রেক্ষিতের শিল্পসূত্র হিসেবে। স্মরণীয়, উপন্যাস বৈচিত্র্য ও সমগ্রের নান্দনিক সমীকরণ। ঔপন্যাসিকের বিন্দুসংহত অভিজ্ঞতা এবং জীবনার্থ, সৃষ্টির কেন্দ্রমূলে পরিব্যাপ্ত হয় ইতিহাস-চেতনায়। এবং শিল্পে ইতিহাসচেতনা-তো অনুভব-নির্ভর; জীবন সেখানে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ স্থানকাল-দ্বন্দ্বের সমার্থ।

৪

'অক্রূর সংবাদ' অংশ 'পথের পাঁচালী-অপরাজিত' উপন্যাসের গঠন-শৈলীর অনুন্মোচিত স্তরের Key-note, এখানেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশ-প্রকরণের সংকেত-উৎস নিহিত। তিনি মিথ-কাহিনীর প্যাটার্নে 'পথের পাঁচালী-অপরাজিত' উপন্যাসের শিল্পপ্রমূর্তি নির্মাণ করেছেন, প্রকাশ করেছেন অপুর জাগরচৈতন্যের বিকশিত অভিজ্ঞান, অস্তিত্বের দায়ভার। দ্বন্দ্বপরিবৃত নিঃসঙ্গ অপু মানসক্রিয়ায় সংগ্রামশীল, বিশ্বাসে-আদর্শে সত্য-অভিপ্রায়মুখী, সমকালীন সর্বপ্রকার পঙ্কযাত্রা-বিমুখ এবং অবশেষে এক অপরাজিত চেতনান্তরে উত্তীর্ণ। 'নিষ্ক্রিয় Death-in-life ধরনের existence'[৬]-এ সে অবিশ্বাসী, বীতশ্রদ্ধ।

'অক্রূর সংবাদ'-বিষয়ক মিথ-কাহিনী লোকপুরাণ হিসেবে অনেকেরই জানা।[৭] উক্ত মিথ-কাহিনীর স্তর নির্দেশের সঙ্গে 'পথের পাঁচালী-

অপরাজিত' উপন্যাসের বিভাজিত খণ্ডগুলি প্রতিন্যাস করলে প্রতিপাদ্য স্পষ্টতর হবে।

ক. মথুরার রাজা উগ্রসেনের পুত্র কংস ছিলেন অত্যাচারী এবং নির্মম। তিনি পিতা উগ্রসেনকে রাজ্যচ্যুত ও নির্বাসিত করে স্বঘোষিত রাজা হন। কংসের ভগিনী দেবকীর গর্ভে বিষ্ণুর অষ্টম অবতার কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। উদ্দেশ্য কংস নামক অপশক্তিকে পরাভূত করা। দৈববাণী-শ্রুত কংসের রোষানল থেকে রক্ষা করার জন্য কৌশলে নবজাত কৃষ্ণকে গোকুল তথা বৃন্দাবনে প্রেরণ করা হয়। গোকুলে কৃষ্ণের জীবন ছিল নিসর্গময়, স্নেহময় এবং প্রেমময়। কৃষ্ণের সে জীবন ছিল উদ্দেশ্যমুখী এক প্রস্তুতিময় নির্ভার আনন্দলোক।

'আম আঁটির ভেঁপু' অংশ 'বৃন্দাবন খণ্ডের' অনুরূপ। অপু কৃষ্ণের মতোই শিশুকাল থেকে বেড়ে উঠেছে নিসর্গবিজড়িত, স্নেহসিক্ত প্রেমময় পরিবেশে। দুর্গা যেন বৃন্দাবনের বলরাম। 'আম আঁটির ভেঁপু' অংশে অপুর অন্তর-সুরধ্বনিতে আনন্দস্পন্দিত গীতময় হয়ে উঠেছে নিশ্চিন্দিপুর, কৃষ্ণের বাঁশিতে যেমন হয়েছিল বৃন্দাবন। কৃষ্ণের-তো উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু অপুর?

খ. বৃন্দাবনের আনন্দলোক পরিত্যাগ করে, অক্রূর সংবাদে কৃষ্ণকে যেতে হলো মথুরায়, দৈব-দায়িত্ব পালনে। হারিয়ে গেল বৃন্দাবনের নিসর্গ, ব্রজের ভালোবাসা, গোপ-পল্লীর প্রেমসিক্ত পিছুটান। 'অক্রূর সংবাদ' অংশে অপুকেও পরিত্যাগ করতে হলো নিশ্চিন্দিপুর—সেখানকার প্রকৃতি-লোক, লীলা-রাণু-নীরু-সতু-পটু সবাইকে। অপুকে হতে হলো পরিবর্তিত জীবনের রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-শাসিত, যুদ্ধকালীন বিপন্ন মূল্যবোধ-আচ্ছন্ন, বিকৃতি-লাঞ্ছিত কলোনি-শহরের সেই ক্রূর বাস্তবতার আর-এক নাম কংস। যে সামন্তশক্তিকে শাসনচ্যুত করে বাণিজ্যপুঁজি-শিল্পপুঁজি রূপে সমাজশক্তি-রাজ্যশক্তিকে করেছিল অধিকার। সেই কংস-রূপ অপশক্তির আঘাত, মন্ত্র-ষড়যন্ত্র, লোভ-প্রলোভনের এবং আতঙ্কের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম অপুর। অপু-তো ঔপন্যাসিকের জাগরচৈতন্য এবং জাতির দ্বান্দ্বিক অভীপ্সার প্রাগ্রসর-বিন্দু।

গ. মথুরা-পর্যায়ের কৃষ্ণের কর্তব্যকর্ম বহুলাঙ্গিক, সে ঘটনাপুঞ্জ শাখা-প্রশাখা সমাচ্ছন্ন এবং বিস্তৃত। কৃষ্ণ তার দৈবদায়িত্ব পালন করে হয়েছিল অপরাজিত। 'অপরাজিত' অংশের অপুর জীবনযাপনও বিস্তীর্ণ, জটিল, ঘটনাবহুল, দ্বন্দ্বসংঘাতময়, এবং হার্দ্য রক্তক্ষরণমূলক। সাম্রাজ্যবাদী শোষণচালিত আর্থ-সামাজিক কাঠামো-রূপ কল্যাণ-মূল্যবোধ-অস্তিত্বগ্রাসী কংসের বিরুদ্ধে অপু যুদ্ধ করেছে; জীবনের ক্রমসংকুচিত পরিসরের বিরুদ্ধে সে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ; মৃত্তিকাবিচ্ছিন্ন শাহরিক ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, বিকৃতি এবং জীবনার্থহীনতার সঙ্গে সে সংঘাতে লিপ্ত। ঔপন্যাসিকের সর্বাবয়ব চৈতন্যের দৈববাণীরূপ অভিপ্রায়-অনুসারী মানবীয় অস্তিত্বের দায়িত্ব পালনে অপুও জয়ী, অপরাজিত। উপন্যাসের অন্তিমে অপরাজিত অপু তার চেতনান্তরে আবিষ্কার করেছিল এক ধ্রুবসত্তাময় Dimension এবং 'জীবনে অনবরত বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে লড়াই করিয়া চলিতে হইয়াছিল বলিয়াই আজ'[৮] সে তা অর্জন করেছিল।

অপু হতাশায় নিমজ্জনের সহজতম পথের পদাঙ্কচারী নয়। হতাশ-হওয়া-প্রবণতার ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকারেও সে লালিত নয়। অপু ব্যক্তি-অস্তিত্বের মানবীয় প্রান্তিক পরিস্থিতির (Border Line Situations) ঘূর্ণাবর্তে, মনস্তাত্ত্বিক দোলাচলে, ভীতি-বিহ্বল অনুভবে, মনস্তাপের দুঃসহ প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়েছে অস্তিত্বের চৈতন্যময় শুদ্ধসত্তায়। অপু জীবনার্থের অনিবার্য সেই ধ্রুবসত্তায় উত্তীর্ণ হয়েছে, যেখানে সে স্বাধীন-অপরাজিত; যে-সচেতনসত্তা মানবসভ্যতার সকল আকাঙ্ক্ষার কারণ উদ্দেশ্য ও ক্রমবিকাশের সঞ্চারণশীল শক্তিউৎস। এই অভিজ্ঞানের পাললিক মৃত্তিকায় তাকে সুদৃঢ় করতে বিভূতিভূষণ ব্যবহার করেছেন অপুর অন্তর্ময় বস্তু-অভিজ্ঞতা ও নিসর্গজ্ঞান। অপুর দ্বন্দ্বজীর্ণ, রক্তাক্ত-মুহূর্তসমষ্টির জীবন যখন নিরুদ্দেশ-প্রায়, সে-পরিসরে ঔপন্যাসিকের প্রকৃতি-মোটিফের মিথষ্ক্রিয়া ও প্রতীকী পরিচর্যার একটি দৃষ্টান্ত:

> এক জায়গায় বনের ধারে ঝোপের মধ্যে অনেক লতাগাছে গা লুকাইয়া একটা তেলাকুচা গাছ।...তেলাকুচা লতার পাতাগুলা সব শুকাইয়া গিয়াছে, কেবল অগ্রভাগে ঝুলিতেছিল একটা আধ-পাকা ফল। তারপর দিনের পর দিন সে ঐ লতাটার মৃত্যু-যন্ত্রণা লক্ষ্য করিয়াছে।

একদিন দেখিল, গাছটা সব শুকাইয়া গিয়াছে. ফলটাও বোঁটা শুকাইয়া গাছে ঝুলিতেছে, তুল-তুলে পাকা, সিঁদুরের মত টুক-টুকে রাঙা---যে কোন পাখি, বনের বানর কি কাঠ-বিড়ালীর অতি লোভনীয় আহার্য। যে লতাটা এতদিন ধরিয়া ন'কোটি মাইল দূরের সূর্য্য হইতে তাপ সংগ্রহ করিয়া, চারিপাশের বায়ুমণ্ডল হইতে উপাদান লইয়া এ উপাদেয় খাবার তৈয়ারী করিয়াছিল, তাহার জীবনের উদ্দেশ্য শেষ হইয়া গিয়াছে— ঐ পাকা টুক্‌টুকে ফলটাই তাহার জীবনের চরম পরিণতি!···

সে কি ঐ সামান্য বন-ঝোপের তেলাকুচা-লতাটার চেয়েও হীন হইবে? তাহার জীবনের কি উদ্দেশ্য নাই? সে জগতে কি কিছু দিবে না?··· তেলাকুচা লতাটা শুকাইয়া গিয়াছে; কিন্তু সে জীবন দিয়া ফলটাকে মানুষ করিয়া গিয়াছে যে। আত্মদানের ফল বৃথা যাইবে না। কত গাছ গজাইবে বীজে—(বিংশ পরিচ্ছেদ: অপরাজিত)

'আম আঁটির ভেঁপু' অংশে প্রকৃতিজগৎ বিচিত্র Shade-সম্বলিত হলেও তা ছিল মূলতঃ আবেগস্পন্দিত, বিস্ময়মুগ্ধ ও অনুভূতিশীতল। অপর-পক্ষে 'অপরাজিত' অংশের ব্যাপ্যমান প্রকৃতি জ্ঞানময়, দর্শন-বিজড়িত, প্রতীকী এবং ক্ল্যাসিক। এ-রূপান্তর মূলতঃ অপুর অন্তর্চৈতন্যের বিকাশ-অনুসারী; বৃন্দাবন এবং মথুরার দূরান্বয়ের পার্থক্য, প্রবহমান স্থান ও কালের স্বাতন্ত্র্য।

৫

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী-অপরাজিত' উপন্যাসে মিথি-ক্যাল মোটিফ, প্রকরণ ও বিষয়বস্তু ব্যবহারের অন্তর্গূঢ়তা স্বীকৃত হলে, অনিবার্য হয়ে ওঠে ভিন্ন এক প্রশ্ন। তা হলো এ-উপন্যাসের mythical structure-এর সঙ্গে 'বল্লালী-বালাই' অংশের অপরিহার্যতা কোথায়? মানবসভ্যতার আদিমপর্যায় থেকেই শুরু হয়েছে দ্বন্দের— Good এবং Evil-এর দ্বন্দ্ব, মানব-দানবের সংঘাত, আলো-অন্ধকারের সংঘর্ষ। কালক্রমে দ্বন্দ্বের হয়েছে রূপান্তর। মিথ-কাহিনীতে বিষ্ণুকে

বারংবার জন্মান্তর গ্রহণ করতে হয়েছে সত্য-সুন্দর-কল্যাণের জন্য।[৯] বিষ্ণুর মানবজন্ম মূলত মানব-অস্তিত্বের জ্যোতির্ময় নব নব চেতনার প্রাগ্রসরতার রূপক। 'বল্লালী-বালাই' বিকৃত সামন্ত-সমাজকাঠামোর অপসৃয়মান অপশক্তি, যার অপঘাতের করুণ পরিণাম ইন্দির ঠাক্‌রুণের অস্তিত্বহীনতা। সেখানেও ছিল সামাজিক ও ব্যক্তি-অস্তিত্বের সংঘাত। সমাজ ও চেতনার দ্বন্দ্বময় বিকাশ চিরায়ত। সে চিরায়ত দ্বন্দ্বের নব-রূপান্তরের কাহিনী অপুর জীবন ও পরিণাম। এবং কাজল ভবিষ্যৎ দ্বন্দ্ব ও বিকাশের প্রস্তুতিময় সঙ্কেত। সংঘাতময় সমাজ ও সময় প্রবাহের সমষ্টিই তো জীবন। মুক্ত-স্বাধীন শুদ্ধসত্তায় নব নব চৈতন্যরূপের আবির্ভাবই জীবনপ্রবাহ, মানব-অস্তিত্ব বিকাশের মৌলশক্তি। অপুর Ideal দৃষ্টিকোণ, এ-প্রসঙ্গে, স্মরণীয়:

ক. জীবনের চক্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া কি অদ্ভুতভাবেই আবর্তিত হইতেছে, চিরযুগ ধরিয়া! (দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ: অপরাজিত)

খ. পথিক জীবনের যাত্রা আবার নতুন দেশের নতুন আকাশ তলে শুরু হইবার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। (ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ: অপরাজিত)

গ. এই শত, সহস্র শতাব্দী তার পায়ে-চলার পথে—তার ও সকলের মৃত্যুদ্বারা অস্পৃষ্ট সে বিরাট জীবনটা নিউটনের মহাসমুদ্রের মত সকলেরই পুরোভাগে অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান—নিঃসীম সময় বাহিয়া সে গতি সারা মানবের যুগে যুগে বাধাহীন হউক। (ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ: অপরাজিত)

সুতরাং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বল্লালী-বালাই' অংশ এবং কাজল-প্রসঙ্গের সতর্ক সূত্রযোজনাদক্ষতায় সৃষ্টি করেছেন মানব-চৈতন্য বিকাশের এক বৃত্ত-পরিসর। মূলত 'পথের পাঁচালী-অপরাজিত' উপন্যাসের শরীর-গঠনে ও বিষয়-অন্তর্বয়নে অন্তর্লীনভাবে সক্রিয় থেকেছে অস্থিতে মিথ, শোণিতে সমকাল। মিথ-কথার প্রকাশ-প্রকরণ ও বিষয়বস্তুর সমীকরণে বিভূতিভূষণ অপুর অভিজ্ঞান এবং তার চেতনার ক্রমবিকাশ ও অপরাজিত জ্যোতির্ময় মানবীয় চৈতন্যের দ্বন্দ্বকে চিরায়ত সত্যের

সঙ্গে করেছেন সম্পৃক্ত। 'কেননা পুরাণ-কথার ধর্মই এই যে তা একই বীজ থেকে—শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে, ভৌগোলিক সীমান্ত ছাড়িয়ে—বহু বিভিন্ন ফুল ফোটায়, অনেক ভিন্ন-ভিন্ন ফল ফলিয়ে তোলে।'[১০]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কি টমাস মান, আলব্যায়ার কামু, টি. এস. এলিয়ট কিংবা মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ-বিষ্ণু দে-বুদ্ধদেব বসুর মতো সজাগ-সতর্কভাবে সাহিত্য-প্রকরণ ও উপকরণ হিসেবে মিথ ব্যবহার করেছেন? সহজ উত্তর, হয়তো না। মিথ-কাহিনী বিভূতিভূষণে ব্যবহৃত হয়েছে সুপ্তিমগ্ন অবচেতনাসূত্রে। তাঁর সামূহিক নির্জ্ঞান (Collective Unconscious) স্তরের অস্থি-মজ্জাগত মিথ-কথার প্রত্নপ্রতিমা (Archetype) সৃষ্টি-তাড়নায় জেগে উঠেছে শিল্পী-সত্তায়।[১১] এটি সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার এক বিস্ময়কর মনস্তাত্ত্বিক ধ্রুবসত্যমহিমা। Archetype-এর এই জ্ঞানে-নির্জ্ঞানে এবং জাতিচৈতন্যে ও সামূহিক নির্জ্ঞানে সজাগ সঞ্চারণশীলতা—ব্যাখ্যা-প্রতিপাদনের অতীত না হলেও, তা নিঃসন্দেহে মানব-মনস্তত্ত্বের এক কেন্দ্রীয় জটিলতা।

তথ্যনির্দেশ

১ ক　ভূমিকা: শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, বিভূতি-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড (চতুর্থ মুদ্রণ; কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৩৮৬), পৃ. ২॥–২৮৶.

খ　ভূমিকা: জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বিভূতি-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড (চতুর্থ মুদ্রণ; কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৩৮৬), পৃ. ৵–।/.

গ　ভূমিকা: তারাপদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতি-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড (দ্বিতীয় মুদ্রণ; কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৩৭৯), পৃ. ।/০–॥৶.

ঘ　অপরাজিত: নীরেন্দ্রনাথ রায়, পরিশিষ্ট, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ: জীবন ও সাহিত্য (প্রথম প্রকাশ; কলিকাতা: জিজ্ঞাসা ১৯৭০), পৃ. ৪৫৯-৬৬

৬ চিত্তরঞ্জন ঘোষ, বিভূতিভূষণ (দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ; কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ১৯৭২), পৃ. ১৬২

চ গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, বিভূতিভূষণ: মন ও শিল্প (প্রথম সংস্করণ; কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং ১৯৭৮), পৃ. ৭৭

২ 'অপরাজিত': নীহাররঞ্জন রায়, পরিশিষ্ট, বিভূতিভূষণ: জীবন ও সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৬-৭৭

৩ উদ্ধৃত, বিভূতিভূষণ: জীবন ও সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬-৭৭

৪ ভূমিকা: শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, বিভূতি-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৸৶.

৫ ভূমিকা: তারাপদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতি-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ।৶.

৬ তৃণাঙ্কুর, বিভূতি-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

৭ দ্র. 'অক্রূর', 'কংস' এবং 'কৃষ্ণ', পৌরাণিক অভিধান: সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত (তৃতীয় সংস্করণ; কলিকাতা: এম. সি. সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৩৮০), পৃ. ১-২, ৯৬-৯৭, ১২৩-১২৮

৮ বিভূতি-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

৯ Lillian Feder, *Ancient Myth in Modern Poetry* (Second Printing; Princeton University Press: New Jersey 1973), Pp. 11, 28-29

১০ বুদ্ধদেব বসু, মহাভারতের কথা (প্রথম প্রকাশ; কলিকাতা: এম. সি. সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৯৭৪), পৃ. ৩২

১১a *Myths and Motifs in Literature.* ed. by David J. Burrows / Frederick R. Lapides / John T. Shaweross (The Free Press, New York 1973), Pp. 2, 20-21, 32-35

b Heinrich Zimmer, *Myth and Symbols in Indian Art and Civilization* (New York 1962), Pp. 19, 22